দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... AUG. 28. 1998.
পৃষ্ঠা ১ ... ... কলাম ... ২ ......

এইচএসসি পাসের পর ভর্তি প্রক্রিয়ায়ই নষ্ট হয় শিক্ষার্থীদের মূল্যবান একটি বছর ॥ দেখার কেউ নেই

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলে পাস করা প্রায় তিন লাখ শিক্ষার্থীকে আগামী এক বছর একাডেমিক পড়াশোনাবিমুখ থাকতে হবে। প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের কোথাও একটি সেশন শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের পুরোপুরি একটি বছর বসিয়ে রাখার নজির নেই। অথচ বিগত '৯৮ সালের আগস্ট মাসে এইচএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীদের গ্রাজুয়েট লেভেলের ক্লাস দু'একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোথাও শুরু হয়নি। এ ধারাবাহিকতায় গত ২৬ আগস্ট যারা এইচএসসি পাসের স্বীকৃতি পেল তাদের পরবর্তী যে কোন স্তরে (মেডিক্যাল, প্রকৌশল, অনার্স, ডিগ্রী) ভর্তির জন্য আগামী ২০০০ সালের আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষার প্রহর গুনতে হবে।

শিক্ষাজীবনের আয়ু বাড়ানো এই ভর্তি জটিলতা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে কড়া সমালোচনার মুখোমুখি হলেও তা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কারও কোন উদ্যোগ নেই। 'ম্যাও ধরে কে'—এই প্রবাদবাক্যের মতো সবাই মুখে সমস্যার কথা স্বীকার করলেও তা সমাধানে কেউ এগিয়ে আসছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের মূল্যবান শিক্ষাজীবন রক্ষায় গ্রহণ করছে না কার্যকর ভূমিকা।

'৯৮ সালের আগস্ট মাসে যেসব ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পাস

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

এইচএসসি পাসের

(প্রথম পাতার পর)

করেছিল তাদের গত এক বছরে একটি সেশন অনায়াসে শেষ হতে পারত। অথচ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এক বছর পর গত শুক্রবার সবেমাত্র প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে ক্লাস শুরু হতে আরও অন্তত দু'মাস সময় লাগবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। মেডিক্যাল ও বুয়েটে সবেমাত্র ক্লাস শুরু হয়েছে। অন্যান্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে, না হয় ক্লাস শুরুর প্রস্তুতি চলছে। এক বছর আগে পাস করা বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর যখন এ অবস্থা তখনই প্রকাশিত হলো পরবর্তী ব্যাচের ফল।

জানা যায়, বাংলাদেশে গ্রাজুয়েট স্তর শুরুর আগে এক বছরের এ সেশনজট সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রবল ঝোঁক অপেক্ষাকৃত ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে। আর এই তালিকায় রয়েছে মেডিক্যাল, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ না করা পর্যন্ত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি শুরু করতে পারে না। অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর কেউ মেডিক্যাল, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে আগের ভর্তি বাতিল করে। ফলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন ফাঁকা থেকে যায়। এই সমস্যা নিরসনে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত হচ্ছে—কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন ছাত্র ভর্তির পর তার মূল সার্টিফিকেট ও নম্বরপত্র জমা রেখে ছাত্রত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কৌশল অবলম্বন করলে ভর্তি জটিলতা অনেকাংশে নিরসন সম্ভব। তাছাড়া যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে শিক্ষার্থীদের ঝোঁক ও আকর্ষণ বেশি সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুত আগেভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করা যেতে পারে। সর্বোপরি ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কাজকর্মে গতিশীলতা আনয়ন জরুরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমেদ জনকণ্ঠকে বলেন, ভাল ও পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীরা আর্থিক ও মানসিক হয়রানির পাশাপাশি এক বছর সময় অপচয় করছে। তিনি বলেন, এ সমস্যা নিরসনে মাধ্যমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ভিত্তি তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ যার যে বিষয় পছন্দ সেই বিষয়ে আগে থেকে দক্ষ করা গেলে সে এইচএসসি পাসের পর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে হয় মেডিক্যাল, না হয় বুয়েট অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ছোটাছুটি করবে না। মমতাজ উদদীন আহমেদ বলেন, গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। মন্ত্রী, এমপি বা আমলার সন্তান হলেই যে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বিদেশে পড়া যাবে এ রকম অলিখিত নিয়মও থাকা উচিত নয়। তাদের ছেলেমেয়েরা গ্রামে ভর্তি হলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের দরদ আসবে। তিনি আরও বলেন, অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া ও ডবল শিফট চালু করে অতীতের সেশনজট নিরসন করতে পারলে পরবর্তী সেশন স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে আসবে।

কথা হয় মেধাবী ছাত্রী সানিয়া রহমানের সঙ্গে। সানিয়া যশোর বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সানিয়া জানায়, সে ডাক্তার হবার জন্য অচিরেই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা শুরু করতে চায়। তার মতে, এভাবে প্রায় এক বছর ছাত্রছাত্রীদের বসিয়ে রাখা উচিত নয়। মেডিক্যাল, বুয়েটসহ গ্রাজুয়েট লেভেলে দ্রুত ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সানিয়া শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।